

# যুগান্তর

## প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি চান কারিগরি প্রকল্পের ৯০০ শিক্ষক

প্রকাশ : ২৯ মার্চ ২০১৯, ১৮:৩২ | অনলাইন সংস্করণ

 যুগান্তর ডেক্স



গ্রাফিকস; আর্টস, বাংলাদেশ সার্ভে ইনসিটিউট ও ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজিতে শিক্ষক সংকট প্রকট।

আর এ কারণেই কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে স্টেপের আওতায় থাকা শিক্ষকদের চাকরি রাজস্বখাতে আভীকরণের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

চাকরি সরকারিকরণে  
প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনার সুদৃষ্টি  
চেয়েছেন কারিগরি  
শিক্ষার সম্প্রসারণে  
ক্ষিলস অ্যাড ট্রেনিং  
এনহ্যালমেন্ট প্রজেক্টের  
(স্টেপ) ৮৭৬ শিক্ষক।

শুক্রবার কারিগরি  
শিক্ষার অগ্রাদায় স্টেপ  
প্রকল্পে নিয়োজিত  
শিক্ষকদের ভূমিকা  
শীর্ষক আলোচনা সভায়  
এই দাবি করেন  
বাংলাদেশ  
পলিটেকনিক টিচার্স  
ফেডারেশন  
(বিপিটিএফ)।

সরকারি পলিটেকনিক  
ইনসিটিউট,  
মনোটেকনিক,

ইনসিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি একেএমএ হামিদ বলেন, আমাদের লাখ লাখ দক্ষ কর্মীর অভাব। সেখানে আপনারা মাত্র ৮৭৬ দক্ষ কর্মী যাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। আসলে আপনাদেরকে প্রয়োজন আমাদের।

এ সময় তিনি আরও বলেন, কারিগরি শিক্ষকদের এক প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে। এখানে কোনো বিভেদ হবে না।

আইডিইবির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমান বলেন, ২০১২ সালে আইডিইবি শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে আন্দোলন করে। আর সে সময় সরকার স্টেপ প্রকল্পের আওতায় ১০১৫ জনকে নিয়োগ করে।

সে সময় এ শিক্ষক নিয়োগ না দিলে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব ছিল না। রাজস্ব খাত থেকে বর্তমানে ৬৫০ জনের মতো কারিগরি শিক্ষক রয়েছে।

আর সে কারণেই এখনো এই প্রায় ৮৭৬ শিক্ষক না থাকলে আবারো ধরে পড়বে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা। আর সে কারণেই আমরা সরকারকে ২২০০০ পদ তৈরির আহ্বান জানাই যা হয়তো আগামী ৩ মাসের মধ্যে হবে। যেখানে অগ্রাধিকার পাবে স্টেপের শিক্ষকরা।

এ সময় উপস্থিত স্টেপ প্রকল্পের আওতায় থাকা শিক্ষকরা জানান, দুই বছরের প্রকল্পের মেয়াদ দুই ধাপে বৃদ্ধি করে ৭ বছরে উন্নীত করা হয়। কিন্তু আগামী ৩ মাস পর হঠাত করেই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হবে।

আমাদের ৮৭৬ শিক্ষক ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যতের কী হবে, আমাদের কর্মসংস্থানের কী হবে? আমাদের অধিকাংশদের বয়স এখন ৩০ বছরের বেশি। আমরা কী করব? তাই দাবি জানাচ্ছি আমাদেরকে রাজস্বখাতে আন্তীকরণ করা হোক।

বাপশিস কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি হাফিজ আহমেদ সিন্দিকি বলেন, আপনাদের প্রতি বাপশিসের অকৃত সমর্থন রয়েছে। আপনাদেরও রাজস্বখাতে আন্তীকরণ হবে এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী খবির হোসেন বলেন, যে মার্চে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছে, যে মাস উদযাপনের, সেই মাসে আহাজারি করছে প্রায় ৯০০ শিক্ষক।

জুন মাস থেকে যদি স্টেপের শিক্ষকরা না থাকে তাহলে ৪৯ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১৭/১৮ জন শিক্ষক থাকবে না।

এভাবে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী যদি ১০-১২ লাখ রোহিঙ্গাকে খাওয়াতে পারেন, তাহলে এই ৮৭৬ শিক্ষকের জন্যও ব্যবস্থা করবেন তিনি।

বিপিটিএফ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন যেখানে বড় অবদান রাখছে কারিগরি শিক্ষা।

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :** সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিস্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ত্ব স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।